প্রথম প্রকাশ

( ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ )



প্রকাশক
বৈশম্পায়ন ঘোষাল
নীল সরস্বতী প্রকাশন
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
কালীপদ দাস
নীল সরস্বতী প্রেস
৮ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২

● এই কবির আরো কাব্যগ্রন্থ

★ একটি ভিটে একটি মানুষ ( ১৯৮১ )
★ 'ওয়েভিং করিডোর' ( ১৯৮১ )
★ আবার বন্দরে ( ১৯৮২
★ 'কনট্যুরস্' ( ১৯৮৩ )
★ 'ডেন্স্ উইথ সায়লেন্স্' ( ১৯৮৩ )

# অনুক্রম

পৃষ্ঠা

## দ্বীপের গান

আংগিনা, ফুটপাত, কোঠাবাড়ি—এক একটা দ্বীপ সব ;
ছোট, বড়, মাঝারি—নোনতা জলের অখণ্ডতায় বিচ্ছিন্ন :
কখনও কখনও শুধু কাছাকাছি ভীড় বেড়ে গেলে
হঠাৎ দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি—কালাপানির অন্য পারে আন্দামান এই ।
তা হলেও ছুটছে দেখো, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অফুরন্ত ঢেউ
ওরা কি নোনতা, তেতো—বাত্যাহত নাবিকের মন
অথবা আবারণ উচ্ছ্বাসে জাগা হাসি-ঝরা ফেনা ফেনা ঢেউ !

অখণ্ড ছুটছে প্রাণ গ্রামে গ্রামান্তরে বহুযুগ—জৈবিক প্রয়োজনে
গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে নগরে,—দেশে দেশান্তরে
কিংবা কখনও শুধু অন্য কোথা, অন্য কোঁনোখানে—ছুট্ ছুট্ পালানোর পালা:
কিন্তু পালাবে কোথায় বলো—গাঁজা ও গাজনে যদি চোখ ঢুলুঢুলু ?
এ কি শুধু বস্তুরই মোহ না বাস্তবও তাড়নাতে মোড়া ?
যাই হোক, নাই জানলে, তবু দেখো আমাদের আন্দামান জুড়ে
জাহাজে জাহাজে আশা ভেসে চলে ঐকতানে—ফিরে যাব মূল ভূখণ্ডে ।

## ন যযৌ, ন তস্থৌ

সূর্যে যাওয়া যাবে না।
সূর্য সর্বগ্রাসী চরম মহাগ্নি
সূর্য ছাড়া এক লহমা চলবে না
সূর্য শক্তির অন্তিম অধিকারী
অতএব, হে সূর্য, তোমাকেই ঘিরে
আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতিতে
আমার সকাল-সন্ধ্যা, বর্ষা-বসন্ত
আশা-নিরাশা, অশ্রু-উচ্ছ্বাস :

আকাশের গ্রহ-তারা চলিষ্ণু আলপনায়
কালপুরুষ, সপ্তর্ষি ও ছায়াপথে যদি-বা থাকে
ভৈরবের অহংকার কিংবা শিবের বিপরীত মন—
দুপুর রোদের জ্বলন্ত সূর্যে তবু সবই নিরর্থক।
আমি তাই সমাহিত সুখাশ্রয়ী সমর্পণে
শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত এক বিভ্রান্ত কক্ষে
সুবিন্যস্ত কাছাকাছির এই বিদ্যুৎ আলোতে
মালা গেঁথে চলি অতীতের অসংলগ্ন ঘামে
না-বলা কথার বর্দ্ধিষ্ণু শরীর ভিজিয়ে—
না, এ ঘরে থাকা যায় না, ছেড়েও যাওয়া যায় না।

## যেহেতু সংলগ্নতা.........

অবশেষে তুমিও কী সেই নাপিত
যাকে নিয়ে দর্শনের মাঝনদীতে
বার্ট্রাণ্ড রাসেলও কেঁদে বসলেন
সংলগ্নতার বিচার
অংকের কাঠামোর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থেই শুধু নয়
তোমার-আমার সংজ্ঞাবোধের সাময়িকতায়ও ;—

তোমার শহরে তবে যারা নিজের দাড়ি নিজে কাটছে না
তুমি তাদের সবাইকে একে একে কামিয়ে দিচ্ছো
কিন্তু এদের বাইরে আর কাউকে কামাচ্ছো না মোটেই,
এবার তবে সাজানো বাগানের চারাগুলোয় কুড়ুল না মেরে
চটপট জবাব দাও দিকিনি সোজা শব্দের ব্যবহারে—
ঐ নাপিতকে কে কামাচ্ছে ? আসল ব্যাপারটা কি হে ?

কিন্তু না, আর তর্কশাস্ত্রের জট পাকিয়ো না ;
কথার পিঠে বুদ্ধির হুল ফুটিয়ে
দাড়ি, ক্ষুর, মুখ এবং পেশা—একে একে সব কিছু
এমনি অসংলগ্নতায় আর গুলিয়ে দিয়ো না—

বরং দক্ষ হাতে অন্য গালগুলো সব সাফ করবার আগে
নিজে এক মুখ দাড়ি রেখে নাপিত সাজাটাই অনেক বেশী ভাল।

## সহাবস্থান

হলদে নিওন আলোয় দেখা শিউলি ফুলের হাসি
স্নিগ্ধ গন্ধে দাঁড়িয়ে গেল পথে
কি আশ্চর্য, অম্ল-মধুর
নগর-দেহে গ্রাম সাজানোর খেলা—
বয়স কিছু তুল্‌কি চালে
সামনে আরো এগিয়ে গেলে
দেখবে ঠিকই ভাঁটা।
এই শরতে পথে তবু পাথর-মাটি খোঁড়া
মাটির ঘরে, খড়ের চালে, ইঁট-পাথরের ধ্বংসস্তূপে
থাকতে হবে ঠিকই
দেহাত থেকে জোনাকী কিছু হাতের মুঠোয় রেখে
গ্রাম ও নগর যুগ্ম নাচে পাঁচ-তারকার রথে !

## উত্তরাধিকারে

বেশি কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল
গেলেই তো সূত্রপাত অলক্ষ্যে ঐ অনিবার্যতার—
আরো দূরে যাওয়ার।

নিউটন, তোমার তৃতীয় সূত্র
সম্যক প্রমাণে মর্মস্পর্শী!

আর এই যে
সূর্য থেকে পৃথিবী থেকে চন্দ্র
এত নির্ভরতায় দূরত্ব রেখেও উপযুক্ত কক্ষে কেমন ঘুরছে;
গ্রহ-উপগ্রহের নিত্য-অভিসারে তুমিও নির্ভরশীল, তনিমা,
তবু একটু দূরেই তুমি তোমার কক্ষ এঁকে নিয়ো!

কাছাকাছি যদি বা কখনও গিয়েছো
খুব নিবিড় করে একান্ত কিছু দেখবার
তেমন সজাগ চেষ্টা হয়ত না করাই ভাল—
ছায়া, উপচ্ছায়ায়
কোনো এক ক্ষণে ঠিক ঘটে যায়—
ভুললে বিভ্রাট বহু: বিজ্ঞানের আমোঘ বিধানে
ন্যূনতম একটা দূরত্বেই যে প্রতিবিম্বেরা সব
পূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে ভাসে।

স্পষ্ট প্রতিবিম্বেও বরাবর ভাল
কেবলই অবয়ব ঘিরে নরম ত্বকের তুল্‌তুলে—
আরো গভীরে অকরুণ হাড় কল্পনা কিছু সৃষ্টি করে—
দৃষ্টি ও স্পর্শ সুখে অনুভূতি অবারণ জাগে!

এই সব লঘু-গুরু, শাশ্বত ও ভংগুর জীবনের দুর্বার বোধ
মা, মাসী, দিদিমা এবং তাঁদের স্বধর্মীয়া ছাড়াও
পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহ সকলেই হয়ে ছিল ঠিক
তবুও স্নেহের দানে কিংবা সহবৎ শিক্ষার সঞ্চারে
দিতে যা পারে না কেউ বংশধর আমাদের দুপুরের আগে !

## স্বগত সংলাপ

না হয় একাই আমি—
আহ্নিক-গতিতে ক্লান্ত
শত-সহস্র বৎসরের এই পারে
কোনো এক গ্রহের ধূসর পৃষ্ঠকোণে
শুধু এক কঙ্কালান্তরের ক্ষীণ উচ্ছ্বাসে—
তবু তুমি যদি কোথাও এখনও থেকে থাক।
আমি যে সত্যিই মাঝে মাঝে অনিশ্চিত প্রশ্ন করে থাকি,
তুমি এখনো, হে ঈশ্বর এত নির্বাক কেন?
কেন তুমি ধ্বংস করো নিঃশব্দে সাজানো এক
প্রত্যয়-সোপান?

পাল্লার ওজনে ভারী-হাল্কা বিচারের শ্রেণী
ত্রিশংকু মূল্যবোধে বৃথাই তুমি ছুঁড়ে ফেলো
হীরে বা মুক্তোর কোনো বণিকের বস্তুগামী ছাঁদে
যদিও বিপর্যয়ে ন্যায় অক্ষয় হয় ম্যালথুসের সূত্রে
তথাপি মানুষ মন অবক্ষয়ে করি না বিশ্বাস
যদিও একাই আমি—
এবং এখনও নিষ্প্রভ দেখছি
অশ্রুস্নাত বিমূঢ় আকাশ
তবু আশার বাইরে কি কিছু
মৃত্যুঞ্জয়ী সোমরস আছে—
পূর্ণপাত্র যৌবন-মানসের?
যদি কোথাও থেকে থাকে
গোপন ইংগিতে কোনো সাজানো স্তবকে—
তবে তুমি, হে ঈশ্বর, এখনও জানি না

কেন তুমি নির্বিকার প্রত্যক্ষ বিব্রত করো
জাগ্রত কি সুপ্ত আমার স্বগত সংলাপ ?

বেশ তবে তাই হোক,
আমিও প্রস্তুত হয়ে থাকি ।—
এবার মেলাব হাত গ্রহান্তরে
এছাড়া সকল গ্রহ অন্য হাতে রাখি ।

## সামনে তাকিয়ে

এখন আমি নরম রেক্সিনে মোড়া চেয়ারে
বেশ জমিয়ে বসে আছি—
হাত পা না নড়িয়েও ঘুরে ঘুরে চারপাশে
অবলীলায় দেখতে পারি :
সোজা সটান এইতো বসে আছি
বেশ ফিট্ চেহারায়
অথবা হেলেও তাকাতে পারি
যে কোনো এক উষ্ণ অনুভূতিতে—
তা'হলে প্রিয়তম তোমরা এবং সতীর্থ বন্ধুরা
এসব তর্কের জাল সমস্ত উৎসাহে
আবার জুড়োতে গিয়ে হেনস্তা করো না
এখনও আসেনি যারা তাদের রুচিকে
রবিবাসরীয় কিংবা সাপ্তাহিকীর সন্ধানী বিচারে :—
কবিতা বলুক কথা অধুনার অভিঘাতে
এবং তখন যদি শব্দেরা কিছুটা আকস্মিক ঠেকে
কিংবা শুধুই তত্ত্ববিহীন অভিনব সুন্দর
যদিও সংযমবোধে হানাদারী ঘটে কিছু থাকে
তবুও ছন্দের দোষে বেমালুম চলবে না বেত
কেন না সাবেকী আতরেও আছে কিছু নিরংকুশ খেদ
বইয়ের মলাটে তাই সমকালীন মানদণ্ডের উচ্চগ্রাম সুর

## জিজ্ঞাসা

উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে
প্রচণ্ড এক শব্দ
ব্যোম্ ব্যোম্ সমস্ত ব্যোমে
শব্দের গতিকে ছাড়িয়ে
প্রচণ্ড ধাবমান উড্ডীন শকটে
হঠাৎ আলোড়ন অফুরন্ত বেগে—
সম্বিৎ হারিয়ে অভ্যস্ত বিহংগ
উড়ে যায় কালো-সাদা মেঘে
পুঞ্জীভূত কামনার অসম প্রতীচ্যে
বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসা তবু কেন জাগে
বৃষ্টি-ভেজা দমদম বন্দরে
যখনই উদ্দাম বিমান আসে
পাপপুণ্য পণ্য কিছু তোরংগে নিয়ে
তৌল-মানহীন নিবিষ্ট বিচারে
ঐ সেই চৈনিক প্রজ্ঞার প্রবাদে—
এক পা এগোয় স্বর্গ তো দশ পা নরক—
এই রীতি অনির্বাণ চলন্ত এখনও :
ভগ্নউরু দুর্যোধনও শৃংগারে প্রলুব্ধ ।

## প্রতিশ্রুতি

অন্তমিলের নয় এ কবিতা
আছে কিছু ভুল-চুক
অমসৃণ সব অধ্যায় ঘেঁটে
মেলে কি দীপ্ত সুখ ?
বলে নাকো কেউ কিছু সোজাসুজি হয়ত
সুকঠিন প্রত্যয়ে,
যতই বয়স তত ইতস্তত:
তফাৎই বাড়ে নির্ভয়ে।
নিটোল খোঁজাটা দূরে দূরে চলে
হাঁকে চৌকিদার—হুঁশিয়ার
মিলও মাত্রার শব্দ ও শেকলে
আবর্জনা জমে ভার :
মুক্ত দুয়ারে বাইরে তাকিয়ে
কিছু থাকি আনমনা
আত্মার স্বগত শান্তির রথে
তবুও চলবে হানা ?
পূবে-পশ্চিমে এই দেয়া-নেয়া
দশমাথা কি দশভূজা—
কিছুই ভাবিনে, শুধু যদি পারি
দু'হাত মেলাতে সোজা।

## স্নায়বিক

গত কালের পাড়াগাঁয়ের সীমায়
লাল আর সবুজের পারস্পরিকতায়
ঐ তোমাদের পুঁই লতার ডগাটা
আর আজকের এই শহরের শুরুতে
ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠা রণ্‌পা জলাধার
এ দুই-ই এখন নিস্তরংগ বেদনা :
শংকিত যুক্তিবাদ তাই মাড়িতে চুংইগাম্‌ রেখে
অথবা হাওয়াই চপ্পলে শেষচিহ্ন ঘাসগুলো মাড়িয়ে
এখনও এই দূর দিগন্তের অনাগত সূর্যাস্তের
এক আশ্চর্য কৌতুক-দৃষ্টি পর্যবেক্ষক খেদ
মনে হচ্ছে কেবলই পই পই বলে চলছে
—আজকের এই ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তখানি
কি অর্থ নিয়ে মাথা চাড়া দিতে পারে !
নটে গাছের আগাটা মুড়িয়ে দেবার আগে
কচুরিপানার মতো অসংখ্য শব্দের আলপনা
ঠাকুরমার নাতি-নাতনী সবাই সাজাতে পারো সবদিন
কিন্তু আমাদের হাতুড়ির ঐ মাথাটা তো কোনোদিন
পেরেক পুঁতে পুঁতে হাড়জিরজিরে কাঠামোর অবয়বে
আমাদের অসংখ্য স্নায়ুর বোধকে দীপ্ত করে তুলবে না !

## মেট্রিক্স্

দুই-তিনে, তিন-দু'য়ে ছয়
সাবেকা পাঠশালার ধারাপাতে
রাশির পূর্বাপর অবস্থানে
গুণফলে ব্যবধান মোটেই ঘটে না।
কিন্তু আমাদের উন্নতি বিধানে
এই গাণিতিক মেট্রিকস যোজনায়
দুই-তিন, তিন-দুই স্থান পালটালে
আপেক্ষিক ব্যবস্থার ভ্রষ্টাচারে
পরিণতি অনিবার্য নয়-ছয় কিছু

এই যে অবিরাম অনু-পরমাণুর ভূমণ্ডলে
বৈদ্যুতিক চুম্বক আকর্ষণ ক্রমে
তোমার ও আমার ডান-বাঁ বদলালে
সংকট দাঙ্গা বেঁধে বিপ্লব আনে
যদিও আমরা এক গোলাকৃতি ঘরে
বসেছি মহৎ স্বপ্নে সভাকক্ষ জেনে

এই মেট্রিক্স রীতিতেই কি তবে সমাধান খুঁজে
ফলিত ব্যবস্থা দিয়ে নাটকের সংলাপে সাজাবে?
হ্যাঁ, পরিপূরকের মূল্যমানেই আবহ-সংগীতও কিছু রেখো

## চক্রনেমী ক্রমেণ

সত্যি বলো তো, ভেবে বলো—
আমরা কি সমর্থক হতে পারি কেউ কারো
চিরদিন কিংবা কোনো এক পর্যায়ে
বিনা শর্তে পুরোপুরি সপ্রতিভ সুরে ?
পারি নে, আমরা অনেকে মোটেই পারি নে
এবং পারলেও হয়ত হারিয়ে যায় কেউ কেউ
মাঠের দুপুর রোদে ভাঙা পাথরের কুঁচিতে
কিংবা ঘুপসিতে ঘেমে ঘেমে আগুনের আঁচে।

শোনো, অস্বীকার করো না, লাভ নেই কিছু —
আমরা বিপক্ষেও থাকি না কেউ কারো
চিরযুগ অথবা যে কোনো অভিলাষে
শাশ্বত জিঘাংসা কিংবা মমত্ব নিয়ে।
কেন যে এমন হয়, জানে না, কেউ জানে না
এবং জানলে যে জল্লাদ হাজির সমস্ত বিতর্কে :
বয়সের ধাপে ধাপে সমাজের বিচিত্র সোপানে
আরোহণ, উত্তরণ—বেখাপ্পা সবই ঠেকে দৃষ্টির বিভ্রমে।

অতএব, মুখোশ, খোলস দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখে
আমরা আলাদা রাখি আমাদের একান্ত সংঘাত—
দূর ও নিকটও তাই নাগরিক উত্তাল প্রবাহে
একই বৃত্তে ঘুরে ফিরে বস্তুবাদী সজীব ক্রিয়াতে।

## উত্তরমেঘ

পূর্বমেঘের মতই কোনো এক প্রথম দিবসে
পূর্বপক্ষ কেউ যদি আপন বিস্তারে
বাতাস, জল, আলো ও ধোঁয়ার সন্নিপাত অবয়বে
নিরংকুশ দাবী করে সমস্ত ইচ্ছার অভিজ্ঞান
তবে উত্তর-পক্ষ তুমি, তোমার বিলম্বিত লয়
দ্রুতগামী চক্রযানে এখন অবশ্যই অবান্তর।
তোমার ব্যাপ্তি তুমি খুঁজে নিয়ো ক্ষিতিও ব্যোমেতে

পঞ্চভূতের এই অবশিষ্ট দুই উপাদানে :
অনভিজ্ঞ প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হলে
দূরগামী বিস্মৃতি থেকে কল্পতরু মহীরুহ হয় :
আমরা ছুটছি কি তাই সকাল-সন্ধ্যা ছত্রাকারে
ট্রাম, বাস, টিউব দিয়ে আফিং-এর আবেশ মেটাতে !

## খোলা চিঠি : কান্নাকে

ভূমিষ্ট হয়েই কেঁদেছিলাম
তাইতো ধাইমা নিশ্চিন্ত হয়েছিল—
হালে জন্মালে হয়ত ধাইমা নয়
সিজরিয়ানে পারংগম অন্য কেউ হয়ত !
তবু এই নিশ্চিন্তির নায়ক-নায়িকা যে-ই হোক না—
কান্না দিয়েই সবাই জেনেছিল
আমার জন্ম জীবন্ত হয়েছিল :

আর তাই মৃত্যু খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেলো
জীবিত ভবিষ্যতে স্তরে স্তরে হিসেব মেলাতে—
এ নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদবার কিছু নেই
এবং কাঁদলে তো আবার সেই চক্র-ক্রম—
আশা আহ্লাদের ভাসমান মারীচ শরীরে
শুধু আরো একটিবার কাঁদতে হবে নিস্তব্ধ বিকেলে—
অন্য এক ভিডিও-ক্যাসেটে নিজেরই মৃত ছবি ও সংলাপ !

কান্না, তুমি এক বলিষ্ঠ অক্টোপাস্
তোমারই অভিসারে তবু খুঁজে পাই অনন্য আস্বাদ ।
নিশ্চিন্তির কিছু অনুভূতি এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে
কোমর-বেঁধে নতুন তালে পা ফেলবার আশাকে
এবং ঐ অতি বড় প্রাচীন বটগাছের কচি পাতাটাকে
হঠাৎ দুলিয়ে দেবার প্রচণ্ড উল্লাস-বাসনাকে
ফুলশয্যার অনেকটা প্রথাগত নিবিড়তায় যে ছুঁয়ে আছে
সেই তো তুমি, কান্না—
আমাদের অমধুর বিজয়-ঘোষণা !
প্রতিটি ভূমিষ্ঠ ইচ্ছার এক অদম্য অভিঘাতে
যদি দাও, কান্না তুমি, থেকে যেয়ো নিত্য-সহগামী ।

## অন্য এক হরকরা

এই বিদ্যুৎ-ঘাটতিতে তেমন চিঠি আর লেখা হয় না :
টিমটিমে হ্যারিকেনে কোনো কিছু লেখাও নিরর্থক শ্রম।
তোমরা হয়ত প্যাডের পাতা যেমন খুশি ছেঁড়াছেঁড়ি কোরছো না ;
তবু এক হরকরা যোগাযোগটা ঠিকই জিইয়ে রেখেছিল।

সত্যিই তবে আর চিঠি লেখালেখি চলছে না ;
হরকরাটা ঝিমোতে ঝিমোতে শেষমেশ নিঃসাড় হয়ে গেছে।

কোন একদিন তো প্যাডের পাতা না ভরলে
পাগলাখানায় ভীড় কেবলই বাড়ত ;
এই তোমরাই কেন কালান্তরে ঐ সব আনাগোনাকে
কালাপানির পরপারে ঠেলে দিচ্ছ !

চিঠিগুলো আগের মতো লেখা হলেও যে
ডাকের বাক্স অবধি যাবে না ;
আর, বিমানযোগে দ্রুত ডাকে হঠাৎ এলে
প্যাডের লেখা পাতাটাও আর চিঠি ঠেকে না।

## স্বগত

কেওড়াতলা, নবগ্রহ কিংবা নিগমবোধ ছুঁয়ে
তোমরা হেঁটে গেছো এই জেব্রা-ক্রশিংগুলো মাড়িয়ে
কাঁচের দেয়ালের ওপারে পশরার লোভানি
আর ভুতুড়ে আলোয় দীর্ঘ গলির গায়ে
সারি দেওয়া এলোমেলো পায়ের উদ্দাম নাচ
—এগুলোকে ঠাণ্ডা মাথায়, মাল-না-পড়া
সাত্ত্বিক জিভে আর যে মানানো যায় না!
তাই সত্ত্ব বা রজঃকে তিলাঞ্জলি দিয়ে
অদ্ভুত আঁধারে বোতলকেই একমাত্র জীবনানন্দ ভেবে
তোমাদের ঐ 'ওঁ কৃতম্ স্মর' পালিয়ে যাবার
অবধারিত উপসংহারে এবার থেকে হয়তো জানা যাবে
চওড়া রাস্তা, সুরম্য ব্যালকনি বা নিভৃত উঠোন—
বেমক্কা ঠোক্কর সব জায়গাতেই ওঁত পেতে ছিলো
তাই ফ্লুরোসেন্ট বিভায় সুদূর মালয় থেকে আরব সাগরে
হাজার বছর পথ হেঁটেও ভীষ্মের প্রত্যয়ে
অবশেষে পেয়ে গেলে অনিবার্য সত্যটাকে
( যেন করতলে ধৃত কোন আমলকি ! )

আপাতঃ ভুলটাই ঢের বেশী সত্যি—উভয়তঃ ইতিহাস ও কাব্যে
এই বোধি স্থির বুঝি জানতে—
বহু যুগের সুদূরপারে জেনেছিলেন যা
ক্বচিৎ আমীর খসরু কিংবা দান্তে !

## নির্লিপ্ত প্রবাস

সংঘর্ষ বরাবরই দীর্ঘতর বিস্তার নিয়ে আছে
সংঘাতে সংঘাতে অস্থি ও মেদ ক্রমশঃই বিকৃত হতে থাকে
সংবর্তে সংবর্তে আমরা দেশান্তরে খেইহারা ভেলা :
সমস্যার সমাধান খুঁজে খুঁজেই যে জীবনের ব্যাপ্তি বেড়ে চলে।

অতএব, অনিরুদ্ধ, তোমাকে বাঁধবো না কোনো শাস্তির সরীসৃপ সমে ;
অনাহুত সবাই আমরা রাজপথ জনপথ কিংবা সমুদ্র-সৈকতে
অভিসারে যদিও থাকি উৎসাহী কেউ কেউ জ্যোৎস্নার শরীরে
অর্পিতা তবু থাকে না আশা প্রশান্তির নির্লিপ্ত প্রবাসে।

## সংকল্প

ইঁট-কংক্রিটের উত্তপ্ত হাওয়ায়
গাছের ছায়া ঘাসের চাদর ছাওয়া
খুবই স্বাভাবিক আদিম তাগিদে
দিল্লীর দুপুরে, অনন্যোপায়, পথ চলতে
অস্বচ্ছ কালো ছাতার নীচেও বাড়তে থাকে
চাহিদা : জল, জল—রঙহীন, স্বচ্ছ, শীতল।

পথে ও পথের প্রান্তে অজস্র বিপণি জুড়ে
গেলাস, বোতল ভরে অস্বচ্ছ কত জল
অসংখ্য রঙের বিস্তারে সদর্পে সাজানো
আমাদের প্রয়োজনে ও শান্তির সন্ধানে
কখনও হিমাদ্রি স্পর্শে, কখনও উত্তপ্ত উল্লাসে
সকালের সতেজ হাওয়া থেকে সন্ধ্যার অবসন্ন নিঃশ্বাসে।

বিচ্ছিন্ন ভূগোল অথবা বিকৃতি-বিজ্ঞানে
তরল স্বচ্ছ জলে গাঢ় রঙ ধর্ষকাম নেশা
অলি-গলি সব ছেয়ে নগরের সা-রে-গা-মা সুর :
তবুও শিশুরা হাসে—ভোরের গোলাপ খুশি খুশি—
এই যে দেওয়ালে আঁকা আবোল-তাবোল সব ছবি
আমিও ভাসছি তাই সুখে সুখে গোধূলির প্রশান্ত আলোকে।

## তবু কিছু আশা

অগ্রগতির ভীড়েতে এসে চুপিসারে
কি কোথায় যেন হারিয়ে গেলো ঘন আষাঢ়ে
মধ্যদিনেরও অনেক আগে, শেষ চৌকাঠে—
ক্রেতার খেয়ালে বেড়ে যায় দাম. নিলাম ওঠে :
হারানো বোধটা যদি ডুবে যায় গভীর খাদে
কস্তুরী তবু খুঁজবে মৃগ সঘন সিক্ত নাদে

কি হারায় হরিণ, হরিণীও-বা, সবুজ ঘাসের দেশে
ক্রেসে-ষ্টেডিয়ামে আহত শিশুরা কামনার নিঃশ্বাসে।—
কি হারে বাড়বো, আরো কতটুকু—কদম্—কদম্
আমদের এই শেষ বেসাতি ?—ক্ষণিক ভ্রম ?
প্রতিবেশের এই পৌষ মাসে তাই প্রকৃতি কাঁদে একা
ঐ সর্বনাশে কোথায় দাঁড়াবো—সত্যি যে উঠোন বাঁকা !

সংগ্রাম কি কিছু দিন-রাত চলে দানা-বাঁধা বিশ্বাসে—
হারানো বীজেই ফুটবে কি ফুল শ্রাবণের উচ্ছ্বাসে ?

## আদল

প্রতিটি মানুষের মুখ আলাদা
প্রতিটি মুখের আদল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিধৃত
প্রতিটি কণ্ঠের স্বর আলাদা
প্রতিটি স্বর, খাদ ও বিস্তারের ভিন্নতায় বাঁধা
প্রতিটি হৃদয়ের তরংগ আলাদা
প্রতিটি তরংগ অনুভূতির স্তর-বোধে বিন্যস্ত
প্রতিটি মুহূর্তের শিহরণও তেমনি
আমার-তোমার ত্রিকালের রসায়ন বৈচিত্র্যে সমাদৃত।

যদিও এই প্রতিটি মুখের সমগ্রতায় আমরা মানুষ
মানবিক আশা ও আকর্ষণে সোচ্চার জীবন
যদিও এই প্রতিটি কণ্ঠের ঐকতানে মানুষ সামাজিক
সমাজের মূল্যবোধে সংগময় বন-উপবন
যদিও এই প্রতিটি হৃদয়ের পরস্পর সাহচর্যে শান্তির আকাশ
আকাশের মহাশূন্যে মুক্তি খুঁজে দ্বীপান্তরী বিভক্ত অন্বয়।

তবুও তোমরা কেউ এই ভিন্নতার অদম্য সংলাপে যেন
আমাকে করো না বন্দী কোনো এক একক স্পন্দনে।

## উত্তরণ

তোমার ঘর্মাক্ত মানস ধোয়া হয়ে গেছে—
অবগাহনও হয়ত বিজ্ঞান-বিন্যস্ত
টার্কিশ শাওয়ারে
জল, গরম, বাষ্প ;
হঠাৎ শিহরণ সমস্ত লোমকূপে ।—

তুমি এখন স্নাত, সুস্নাতা,—
সজাগ দৃষ্টি নিয়ে বুঝি সমাসীন সম্মুখে
যদিও হয়ত
অনুভূতির কোনো এক স্বগত সংবাদ
বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মিশ্র প্রবাহ মাধ্যমে
স্থূল চোখ অনুভূতির দূরদর্শন পর্দাতে
কোনোদিনও ধরা পড়বে না :

যেহেতু কারো কারো ঐ একান্তের প্রগাঢ়
অথবা
অভিমানী, স্পর্শচেতন মানবিক বোধ
অন্তর্মুখী হতে হতে সময়ের কঠিন বরফে
ডুবে যায় বহুলাংশে
নোনতা জলের আলিঙ্গনে ।
অতএব ভুলে যাই—
কম্পিত তীব্রতায়
বাদামী পাতার ঘুমে হেমন্তের ক্ষোভ—
কেননা, কুয়াশা কিছু গরম বাষ্পের শেষে
আমাকে থাকবে ঘিরে আলতো চাদরে
এবং তখন সুস্নাতা, জানি, তুলিতে কাজল নিয়ে
তোমার চোখের পাতা আনন্দে ময়ূর ।

## ক্রমান্বয়

তুমি শুধু সীমাবদ্ধ নও
তোমার ক্রমান্বয়ও আছে
অতএব এলোপাথাড়ি চললে পরে
ঠ্যালা সামলাতে পারবে না।
তাই তো বলছি, সব্যসাচী
দু'হাত চালিয়েও এবার তুমি
এই দেওয়ালগুলো তো নয়-ই
সিঁড়িগুলোও ভাঙতে পারবে না—
রাস্তায়, হাটে, পাঠশালায়
কিংবা দপ্তর বা প্রেক্ষাগৃহেই নয়
আমাদের বুদ্ধি এবং নেশাতেও !—
নইলে, এখন তুমি, সব্যসাচী
ওপারে সভ্যতার উচ্চগ্রামে বসে
দু'হাতে কেন কেবলই গুরুত্বে
ওজন করছো ফলিত প্রজ্ঞায়
গাড়ী, বাড়ী, চাকরি, বৌ—সব কিছু ?
মনের খুশির অংকে স্তরে স্তরে—
সাজিয়ে চলেছো জীবনের সমূহ অন্বয় ?

কিন্তু, তারপর, সব ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে
সদর্প পাইপ কিংবা অবসন্ন চিতা থেকে
হয়ত এক সামগানই বাতাসে ভাসবে
'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি' ;—
তবে আমিও তখন দেখো তোমার মতই
অনীহার ঘনঘোরে সব্যসাচী নয়, বরং
ক্লান্ত, অকরুণ, আক্রোশে সর্বগ্রাসী ধ্বনি :
পূর্ণপাত্রে ঘৃতাহুতি—ওম্ স্বাহা :।

## মা ভৈঃ

ব্রহ্মপুত্রের পারে চায়ের বাগিচা ,
ইডেন হোস্টেলে খেলা এক প্যাক তাস ;
শালে ভিলে শেষটা পোষমানা বাণী ;—
সব কিছু মনে হয় বিশেষ সংলাপে
স্বাভাবিক যবনিকা আগেই টেনেছে :
এখন তেমন কিছু ঘটবে না তাই ।
মেঘের ছড়ানো পটে ছবি কিছু থাকে
সন্ধ্যায় পাখী তবু ফিরবে না মোটে :
যদি-বা হঠাৎ বাঁশি সাইরেন বাজে
বোমারু বিমানের ভয়ে আলো নিভে যায় ।
চৌকাঠে মাথা ঠুকে যারা বেঁচে আছে
হঠাৎ শত্রুরা যদি মোকাবিলা করে
চোখেতে চশমা নিয়ে চুপ করে বসে ;
নইলে যাবে যে ঘাড়, ঠিক এক কোপে ।

## কালান্তর

আমরা হাসছি—
আগেও হেসেছি, পরেও হাসবো—
বাঁচার সংগে কিছুটা হাসি হেসেই যাবো,—
নইলে এসব জমানো, কুড়োনো
কিংবা বিন্দু বিন্দু জমে-ওঠা
বুকের নালীটা দুমড়ে দেয়া ভারের দায়
কেমন করে সইবো—
আর ভারমুক্তির ছাড়পত্রই-বা
কেমন করে সহজ হাতে বুকপকেটে পুরবো ?
আর তারপর, তা-তা-থৈ-থৈ :
শূন্যে দু' পা উঠিয়ে আকাশ-যানে চলে
এবং আরো কিছুটা অন্তঃসলিলা হাসিতে
মায়াবী নীলের নীচে ভাসতে ভাসতে
সোনালী আলোয় ধোয়া মেঘের পুরো গালিচাটা
হঠাৎ ভেদ করে নীচমুখো সাঁতরাতে সাঁতরাতে
পুঞ্জীভূত আর্দ্রতার অনেকটা গভীরে
বেশ কিছু ঝাঁকুনির পাঁয়তাড়া সেরে
আবার গাছ, ঘাস, পাথর ও মাটির এই পিঠটায়
কালাপানির মাঝে হঠাৎ হেসে-ওঠা দ্বীপপুঞ্জের
কালান্তরী কিংবদন্তীর মতো নানান রূপে জানা
ঐ সেলুলার কারাগারের দক্ষিণ আন্দামানে
নেমেই সব ভুলে অকরুণ খুশিতে হেসে উঠবো !

## দুর্জয়

ওরা তো আর তোমার মত লাফিয়ে উঠবে না,
সজোরে বলবে না কক্ষণো,
খুব ভাল, কি সুন্দর, ভীষণ ভাল, দারুণ,
এ যে প্রায় অসম্ভব, বিশ্বাস হচ্ছে না !—
ওরা তাই বিজ্ঞ, রুচিশীল, হিসেবী :
লেন-দেনে ওদের ভুল হয় না মোটেই
গহনার দোকানের নিক্তির ওজনে ;
সুতরাং তোমার জন্যে প্রশস্তির সীমা রেখা টানা আছে—
ও, আচ্ছা, কিংবা, ঠিক আছে, আর বড় জোর, ভাল ?

অতএব, ওদের হার পরতে হলে
সোনার হারে খাদের দামও জুড়ে দিতে হবে।
উপসংহারে তাই—তোমার স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে
তুমি সুখী থেকো, সাবধানে থেকো ;
বাড়াবাড়ি খুব বেশি হয়ে গেলে পর
কে জানে, হয়ত, এক ঘা-তে শেষমেশ
তুমি নিশ্চুপ, কুপোকাত !

জানো তো, সোনার কৌটোয় মাটি থাকলেও
নজর-টা ঠিকই টেনে নেয়
কিন্তু, মাটির কৌটোয় সোনা ভরে রাখলেও
নজর পড়াটা নেহাত-ই একটা বাতিক্রম।
স্বতঃসিদ্ধ সূত্র তাই—ক্ষেদ রেখো না, ক্ষোভ দেখিয়ো না ;
গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাও নির্বিকার :
হঠাৎ হয়ত হাঁড়ি আপনা-আপনিই ভাঙবে হাটে কোনোদিন
এবং এই ভুখা পেটের বেরিয়াম দুধটাই হয়ে যাবে অমৃত।

## ভিন্ন সংলাপ

সব কথা শুনতে হবে
এমন তো কোনো কথা নেই
সব খবর জানতে হবে
এমন প্রয়োজনও নেই
সব সিদ্ধান্ত মানবো
তেমন দিব্যিও তো নেই
সব ভিন্নতাই বুঝবো
তেমন অনিবার্যতা নেই

তবু
তোমরা ব্যবহার-ভিন্নতাধর্মীরা
ভিন্ন ভিন্ন তোমাদের আক্রমণ-শৈলীতে
আমাকে কেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছ নির্বিকার
ঐ বহুতল কাঠামোর মাটির নীচে
শক্ত বনিয়াদ গড়ে তোলবার দুরন্ত উল্লাসে—
যেমন আমাদের মহানগরের অনলস কেন্দ্রে
পাতালী পশরার পাশেই উদ্ধত দালান অট্টহাস্যে
কণ্ঠরোধ করে আছে বিস্তারের ভিন্ন অভিজ্ঞান।

## তবুও আনন্দ

তবে নির্বাসিত হও, হে নৈয়ায়িক যুক্তি
কূটতর্কে কৃষ্ণ বহু দূর
পাত্রাধার তৈল, নাকি তৈলাধার পাত্র ?
বেজে ওঠে রাধার নুপূর
অভিসার ঘনশ্যাম মেঘের দুপুরে
যখন বাজলো বাঁশি চিরচেনা সুরে।
তবু কি আনন্দ ছিলো, সাময়িক, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যও
তবু ও আনন্দ, রূপময়তম, যা দেখি, অন্তর্বাহ্য
আনন্দ, আনন্দ সবই, চিরচেনা সুরে
সহজ বিশ্বাসে কেউ ডেকেছিলো, মেঘলীন করুণ দুপুরে ?

## অমর্ত্য বিশ্বাস

প্রগাঢ় অনুভূতির বিনম্র কম্প্রতায়
যখন কাছে আসে বিচ্ছিন্ন ঢেউ ঢেউ
আকাশী উচ্ছ্বাসে অনুচ্চার ভালবাসা—
বেঁচে থাকার দৃপ্ত অভিজ্ঞান

যখন ভোরের স্নিগ্ধ-পেলব বাতাসে
সন্ধ্যারাতের পূর্ণবৃত্ত চাঁদের বিচ্ছুরণে
আদি নিবাস গ্রামের আম্র-মুকুল-জাগা কুহু স্বরে
এখনকার নগরের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কর্মিষ্ঠ পরিসরে
জীবনের প্রতিটি প্রবাহের অকুণ্ঠ অনুলেখে
আমরা মুখোমুখি নির্বাক দাঁড়াই অশান্ত আশায়

কলি-ধরা চাঁপা গাছে পরিস্ফুট সত্য এক তখনই সজীব
আমাদেরও গভীরে ছিল আপাত-বিভ্রান্ত এক অমর্তা বিশ্বাস।

## সমীক্ষার শেষে

এমন কিছু রাত আছে যা অন্ধকার নয়
এমন কিছু দিনও আসে যখন সূর্য ওঠে না
এমন কিছু গাছ আছে যা উপড়ানো যায় না
এমন কিছু মেঘও ওঠে যা থেকে বৃষ্টি হয় না !

কোন এক প্রশ্ন আছে যা নিরুত্তর চিরদিন থাকে
কোন এক ভয় আছে যা পূর্ণপ্রায় সমস্ত মৌচাকে
কোনো এক ইচ্ছা আছে অশরীরী বাসনাকে নিয়ে
কোনো এক তৃপ্তি আছে ঘাসের সবুজ আশ্রয়ে ।

সমস্ত অভিযোগও কেউ আদালতে নিয়ে যাবে না
সমস্ত অভিজ্ঞতাও কেউ সন্তানকে দিয়ে যায় না
সমস্ত বিশ্বাসও তাই নির্বিশেষে শেষ হয় না
সমস্ত আকাশও মেঘে চিরদিন ঢাকা থাকে না ।

কোনো কোনো সুর শুনে অদম্য আনন্দে গাই গান
কোনো কোনো ফুল দেখে ভীড়ে ভরে একান্ত বাগান
কোনো কোনো ঘরে থাকে লক্ষ্মীর অনন্ত ভাঁড়ার
কোনো কোনো জনপদ লুটেরারা করে ছারখার ।

কিছু কিছু চোখ আছে সব কিছু দেখে নেয় ঠিক
কিছু কিছু মুখ আছে যেখানে ভাবেরা সত্যিই আক্ষরিক
কিছু কিছু মন আছে সব কিছু বুঝে নিতে পারে
কিছু কিছু ভাগ্য আছে নিষ্ফল থেকে যায় সমস্ত বিচারে ।

## এক-দুই-তিন.........

### এক

এবার এসো, দু'হাত তুলে বলছি স্বাগত :
ঝাপটে নিতে পারি বুকে
নাচতে পারি কোমর-হাত ধরে
ধেই ধেইও হতে পারে শূন্যে তুলে দেহ ;
যেমন ইচ্ছে চলতে পারে খেলা—
চারাগাছে সবুজ কুঁড়ির নেশা
শহর-গাঁয়ে তফাৎ দেখে না যে :
প্রজাপতি এই তো পেলো পাখা ।

### দুই

না, আর এসো না, বারণ করছি ঠিক ।
নগর, গ্রাম, দেশ-বিদেশে—হাসপাতালে
চোখ দুটো চায় ঘুমিয়ে নিতে
ক্লান্তি ঝেড়ে আবার চলতে সোজা—
রাজা-উজীর মারবো এবার—খেয়োখেয়ির ঘোরে,
এমনি করে শোতাশ্রয়ে থাকবো কেন একা ?
গঞ্জে, কুঞ্জে হিসেব দেখে
আকাশ-পথে নিরুদ্দেশে ওড়া !

### তিন

আসা-যাওয়া যখন-তখন করতে পারো যেমন খুশি
হ্যাঁ বা না আর তো এখন বাঁধন জানে না ।
কাছাকাছি নেই কিছু তাই ছড়িয়ে গেলে নিজে
কুটুম পেলে 'বসুধৈব' যুক্তিবাদী মনে :
বন্যা যদি যায় না ছাড়া ডাকাত-ঘেরা চম্বলে
আবার তবে আসবো দেখো পক্ষীরাজে চড়ে !

## ক্রমশঃ

কখনও কখনও কেবল জিতে যাওয়া—পুনরাবৃত্তির আংগিকে
জয়ের পর জয়

কখনও কখনও কেবল হেরে যাওয়া—একের পর এক
পৌণপৌণিক হার

আবার কখনও আসে
জয়ের পর হার, আবার জয়, হার.........
অনেকটা দিন ও রাতের পালা-বদলের পালা

এবং কখনও কখনও দেখা দেয়
ছন্দ-ভেদে—জয়—জয়—হার...........
জয়-হার, জয়-হার-হার, হার... ....

হার-জয় হতেই হবে নির্বাচনে
নির্বাচন যুক্তিহীন নৃশংস
নইলে, নিস্পৃহ শূন্যতায় নির্মূল ব্যবস্থা

এই সব ভিন্নতা—হার-জিত মালাবদলের ক্রম
সংহিতা-সূত্রে যদি-বা প্রান্তিক প্রায়শঃ
এবং অবশিষ্ট সব—প্রকাণ্ড কাণ্ড যত বনের শরীরে
জগদ্দল পাথর নয়তো কোনো এক পরিচিত পন্থা-ধর্মী হয়

এবং এই প্রান্তিক ব্যবহার ভিন্নতাই তবে
অনিশ্চিত ডাল-পালা মেলে ওঠা অনেক অবয়ব
নিয়ে যায় এক থেকে অন্য প্রান্তে
সাগরের পর পারে—দেশান্তরে :

এমন ভিন্নতাই হয়ত প্রকট ক্রমশঃ—
কিছু অবজ্ঞা থেকে কিছু ভালবাসা
হার-জিত গাছে গাছে বাসা বেঁধে অনন্ত বন্যতা—
নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে খুঁজে ফেরা আত্মস্থ বেদনা।

## ছড়া, ছড়া নয়

সত্যি নিয়ে ছড়া-কাটা বেমালুম ঠিকই যায় জমে
ছড়া সত্যি হলে পরে এত কেন গণ্ডগোল তবে ?
কথা যে ফুরোয় না আর বিক্ষিপ্ত দুপুরে
নটে গাছ মুড়োতেও কেউ আসে না তো সন্ধ্যের আসরে ।
মাছ ধরলেও যে মুড়ো কিছু চাঁদ আর পাবে না কক্ষনো :
অবুঝ খোকার চোখে ঘুম তাই এলো কি এলো না
এখন কিছুই যায় আসে না দুরাগত কারো ।

ছড়া ও ছবির এক অদম্য আদিম যোগাযোগে
ছড়া কি সত্যি হবে মেলায় বা ষ্টেশনে,—
ভাগাড় বা কোষাগার সব তছনছ করে
যতই মেলুক ডানা বিস্তৃত কল্পনা

টাঙাইল, কিমানো থেকে বিকিনি বিলাপ—
বল্কল, পাজামা, ধুতি, স্যুট কিংবা আলখাল্লা প্রথা
ছড়া ও ছবিতে সব নিরর্থক হয়ে আছে বাঁধা :
বিশ্বাস তাই কিছু ভরা থাক খোকাদের একান্ত ঝুলিতে—
ছড়াকে সত্যি করে উত্তরসূরী ওরা বিধৃত দর্শনে ।

## দিল্লী দূরস্ত

জন্ম, জীবন, মৃত্যু—তিন-ই আনন্দে কি না
হয়ত কেউই ঠিক জানে না ;
উপনিষদ-সৃষ্টিকর্তা তুমিও নয় ।
কিন্তু আনন্দ কার ?—
তোমার, আমার, পিতৃপুরুষ, না বিধাতার ?
এ অনুসন্ধান স্বগত দীর্ঘকাল
উত্তরের মরূদ্যান তবুও অনেকটা 'দিল্লী দূরস্ত'

নিজের সব কি নিজে জানবো ?
যদিও অনেকেই আমরা
সন্তানের জন্ম দেখি
নিজে বাঁচি
এবং পূর্ব-পুরুষের শেষকৃত্য করি
পরম্পরার স্বাভাবিক-শৈলীতে
তবু, জন্ম-জীবন-মৃত্যু আনন্দের শরীরে গড়া
অথবা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কি না
জানি না, বুঝি না, হয়ত বুঝতে এখনই চাই না !

শুধু এখন বর্তমান স্রোতে ভাসমান আমি
আমার আনন্দ চাই সমস্ত মুহূর্ত জয় করে
দূরদর্শন ...... ভি-ডি-ও .. ... মহাশূন্য........
দেখে আনন্দ, দেখিয়ে আনন্দ
আনন্দ শুনিয়ে, আনন্দ শুনে
সেজে, সাজিয়ে আনন্দ-অভিজ্ঞান—
ফুটবল, ক্রিকেটের মাঠে

প্রেক্ষাগৃহ, যাত্রামঞ্চ বা বৈঠকী-ঘরে
কিংবা সমাজ-সেবক কারো শবযাত্রায় অংশ নিয়ে
নবগ্রহ, কেওড়াতলা অথবা নিগমবোধে
মানবিকতার বৈজয়ন্তী উড়িয়ে, ফুল ছিটিয়ে
আর নয়ত বন্ধু ও স্নেহাস্পদ দম্পতিদের
অভিনন্দন জানিয়ে মাতৃসদনে
নবজাতককে উজাড়-করা আশীর্বাদে
শেষ করি আনন্দ-বৃত্তের পূর্ণ পরিক্রমা

এবং তারপর হঠাৎ চুপ
কিন্তু তখনও বহমান এক অন্তর্লীন স্রোত
হয়ত সেই 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি'।

## ফুলমতী

ভগীরথকে জানু চিরতে আমি তো দেখিনি
যদিও শাস্ত্র বলে আর কিংবদন্তী ফিরছে মুখে মুখে।
গংগা কিন্তু ঠিকই তারপর থেকে নিত্যকাল বইছে
আমাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে জমানো শান্ত বরফ থেকে
কান্নায় ভরা নোনা জলে উদ্বেলিত সাগর পর্যন্ত।

উপাখ্যান নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ না করলেও
ফুলমতী আমাকে ভাবিয়ে তুললো এই নিস্তব্ধ সকালে
করবেটের স্মৃতি-স্নাত উদ্যানে—রামগংগার পাথুরে বুকে ;
আমাদের বোঝা অনলস পিঠে বয়ে চলতে চলতে
হঠাৎ এক করুণা ঘন মুহূর্তে শুকনো বালির শরীরে
জানু না চিরেও অন্য এক প্রবাহকে মুক্তি দিয়ে—
মাহুত ছাড়াও আমি, তুমি ও শিশুদের সম্পৃক্ত গভীরে :
যদিও পায়ের চিহ্ন রেখে নরখাদকটা তারই কিছু আগে
এই শুকনো বালির উপর দিয়ে হেঁটে গেছে ঠিকই !

কেন যে ফুলমতী এমনি করে ঐ চিহ্ন মুছে দিলো
তা ফুলমতীই শুধু জানে, এ চিহ্নটা ও-ই দেখিয়েছে।

তবু সংরক্ষিত বন-বাদাড়ের বাইরেও অনেক থাবার দাগ
আমাদের গলি বা রাজপথে কেবলই বাড়ছে পাঁজরের দুইধারে,—
অকারণ তৃষ্ণা মিটিয়ে তাদের ধুইয়ে দিতে কিন্তু
গংগার কোনো পারে কোনো ভগীরথ বা ফুলমতী কোথাও আছে কি ?

## মুকাভিনয়

বাইরে শুধু রং-এর খেলা মাত্রাহীন
রং-এর তাস—সাজপোষাক—মুকাভিনয়
হলফ করে বলেনা কেন কেউ: তবু
এই হাওয়াবিভোলস্ব প্লনীল বিভোর স্রোত—
একান্ত কিছু স্বপ্ন তবুও শ্রাবণের ঘন মেঘে
কুশিয়ারা আর উম্ঙ্গার স্রোতে হয়নি হারা ?

সর্পিল এক পাহাড়ী সড়ক অকারণ উচ্ছ্বাসে
অনেক সকালে কেবলই হেঁটেছে কুয়াশার বুক চিরে—
হয়ত তখন ছিল না বাধা—শ্রেণী-বাঁধা গান বল্গাহীন,—
সোপানে সোপানে ছিল স্নিগ্ধ প্রদীপ—সমতার অনুভব :
এক চোখ নিয়ে তবে কেন ছোটে আজ ইচ্ছা-হরিণ—
কীটাণুর খোঁজে এই পাগল বিকেলে—হাতে দূরবীন !

## অনুনয়

তুমি সক্রিয়, সার্থক, ফলপ্রসূ হও
এমনি করে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেলে
তোমার এখন চলবে না তো, কবিতা।
তুমি নিরর্থক প্রতিধ্বনি কখন-ই হতে পারো না।
জানি, টেলিফোনে উল্টো-পাল্টা সংযোগের বিভ্রাটে
দিল্লী, ক'লকাতা এবং আমাদের আরো অনেক শহরে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনির পরিক্রমাটা সংকটে ভরে গেছে
নিরলস বাবুই-এর ঘর-ভাঙা তীব্র সহযোগে ;
তথাপি কবিতা তুমি, সারশূন্য রূপকের রথে
করো না কলঙ্ক-যাত্রা অন্ধকার খনির গভীরে !

## কল্পিত বিন্যাস

ধারালো ধাতব শব্দে

একের পর এক ছিট্‌কে পড়ছে

গুচ্ছ গুচ্ছ ছিন্ন-সূত্র তোড়ায় তোড়ায়।—

নির্বিকার চলছে কাঁচি সেলুনে সেলুনে এখন

কিছু কিছু ম্রিয়মান গাছের ছায়ায়

কিংবা দু একটি হয়ত গঞ্জে বা মাঠে

এ ছাড়াও চলছে ক্ষুর—হাল্কা, দক্ষ টানা হাতে মসৃণ ;

ঘরে ঘরে আয়নার সামনে নিরাপদ রেজর ছাড়াও—?

দিশি, বিলিতি, সিল্ককাট্, যুগ্ম বা একক

যাই হোক না কেন।

তবুও আপৎকালের জন্যে সঞ্চয়ের সক্রিয় চেষ্টা।

সংকটের মুখোমুখিই না কি জোরদার হয়—

ন্যাড়া মাথাগুলো সব যদিও-বা বিরুদ্ধ প্রমাণ

বেলতলা এড়িয়ে চলেও তবু প্রশ্ন কিছু বাকী থেকে যায়-

একে অপরের চুল কেটে আমরা তো সবাই নাপিত :

কে জানে, আমাদের কোন পক্ষ কখন সবাক হবে বেশি ·

তবুও রূপকথা কিছু উপসংহারে অবশ্যই আছে—

অতঃপর চিরকাল সুখী হয়ে ধনে-পুত্রে চিরৈশ্বর্য লাভ :

তথাপি অনিবার্য এক অসংগতি অতঃ পর ক্রমবর্ধমান—

সামনে দুস্তর চড়াই, পিছনের পথেও খাদ দুর্বার গভীর।

## সময়, সংজ্ঞা এবং—

ইতিহাস, ওরা কেবলই ঋজুরেখায় তোমাকে চিহ্নিত করছে ;
ওরা বলে, তুমি ডাল-পালা নিরপেক্ষ মূল কাণ্ডটা :
অবান্তর বিচারের প্রমাদে ব্যাসের রায় তাই কাণ্ডজ্ঞানহীন !

এই যে দেখো না, আমাকেও দ্বিধাহীন নির্লিপ্ততায়
নগরীর ভীড়ে মিশিয়ে দিয়ে সময় এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র—
পক্ষপাত-নিষ্পেষণে যদিও পাণ্ডব সর্বদাই বনবাসী :

তবু চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে এগিয়ে উঠে কখনও কাহিনীরা
রক্তমাংসে তোমার শরীর গ'ড়ে তোলে অনিবার্য বিবর্তনে—
যদিও অবশেষে অবদান, অবয়ব সব বিলুপ্ত প্রবাহে :

এই তো যেমন এই শতাব্দীর শেষ বেতাল্-বিংশতিতে
টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার সমীক্ষা যদি হয় মেনে-না-নেয়া মূল্যবোধে
তা হলেও কান্নার অবকাশ থাকে না তো কারিগরী বিকল্প বিন্যাসে।

অতএব, সময়ের অশরীরী সংলাপে তুমি এক অন্য ইতিহাস ;
এবার মোটেই তুমি আঁটি-বাঁধা ঘটনার দ্বীপপুঞ্জ নও—
একযোগে, ক্রমান্বয়ে, যেমন খুশি ডাল-পাতা-কাণ্ড নিয়ে এসো
এবং বিক্ষিপ্ত অতীতও যেনো সাময়িক শৈলীতে চোখ ভরে দেখো।

## ব্যাপ্তি

কত হারিয়েছি, তাই মনে নেই
কেন হারিয়েছি সে ভাববো কেন ?
কি চেয়েছিলাম, তাই ভুলে গেছি ;
কি মেলেনি, তার হিসেব কেন ?
কখন পেয়েছি, বুঝতে পারি নি,
কেন নিই নি, কি করে বলবো ?
কোথায় গিয়েছি, ঠাঁই চেনা নেই
কেন গিয়েছিলাম, ঐ প্রশ্ন কেন ?
কেমন লাগছে নিজেই জানি নে
দুঃখ কিসের, কি করে জানবো ?
অনুভূতি সব উপগ্রহ দিয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে নীরব হবো।

## তমসঃ নয়, অন্ধকারেই—

প্রশ্ন না করে, এই ভেতরের তুমি, কেন বোঝো না
আমাদের এই নগরে প্রায় সমস্ত চৌমাথা এবং
নবতর ছন্দে বাঁধা তীব্রগতি কিছু রাস্তায়ও
ওপারের কলোচ্ছ্বাসে উপচে এসে পড়া এখানে
সাদা ও হলদে আলোর অদম্য নিটোল প্লাবনে
নাগরিক মগজ, চোখ নির্বিকার ধুয়ে ধুয়ে
এই চালশের ঈষৎ অভিজ্ঞ দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে :

দুপুর সূর্যে, বিকীর্ণ আলোর ছটায় আর তবে নয়।

হ্যাঁ, এই আমার স্বাধীন উত্তর,—শোনো,
তমসঃ নয়, তুমি এবার এই আলো থেকে
আমাকে নিয়ে চলো এক নিটোল অন্ধকারে
যেখানে দৃষ্টি স্বচ্ছ—ঝাড়বাতির উজ্জ্বল স্ফটিক

যেমন
চোখে কাপড় বেঁধে খাইবারের বলিষ্ঠ চালক—
যাদুকর নয়—
সর্পিল চড়াই-উৎরাই ভেঙে নিয়ে যায় যন্ত্রযান :
নির্ভয়, নিরাপদ—অন্যলোকে, অন্য গরিমায়
ঠিক তেমনি
ক্রমবর্ধমান কোন এক প্রচার অভিপ্রায়ে
শুধু যদি
বাতাস শ্বাসরোধ না করে হিংসা ছড়িয়ে
এবং, লুপ্তপ্রায় মধুকণা স্বরলিপি থেকে

কোনো উত্তপ্ত আবেশ মুছে না ফেলে
তা হলে
ঠিক জেনো
এই অন্ধকারেই আমি
অবলুপ্ত হাতছানিটা কিছুটা ঠেকিয়ে রেখে
অন্তঃসলিলা এক পদাবলী দিয়েই ইতিরেখা টানি !

## দৃষ্টি

আমার চোখ তুমি দেখো—জোনাকী-জ্বলা
তোমার চোখও আমি—মোমের আলোয়
স্নিগ্ধ অন্ধকারে
একই ছবি দেখি না আমরা ভিন্ন চোখে
ভিন্ন আলোর বাণে
কিংবা, আদৌ হয়তো কিছুই দেখি না :
ভারী মজা, ইমামবারার বিরাট ধাঁধা।
শহর-বুকে নদীর পারে ভুল-ভুলাইয়ার ফাঁকি !

এই চোখোচোখির সম ও লয়ে
ভেজা নরম
একটা সহজ সজীব আর্তি আছে—
নতুন দেখছি, নিজেকে দেখছি
আগে—পরে কে দেখেছে, কে দেখবে
ভেবে ভেবে হয়রানি-টা
নেহাৎ-ই খামোখা :
নবরূপের রঙীন কাঁচে ধুলোর ঝড়ে
দৃষ্টি তো আর তেমন স্বচ্ছ না ;
কান্নাকাটির পালা দিয়ে তাই
রাস্তাগুলো আর ভিজিয়ো না !

তোমার চোখে তোমারই দেখা
যাই না তুমি দেখো :
আমার চোখে আমিই দেখি
চৈত্রমাসের খুশি !

## নিরুত্তর

বরাক নদীর ভাটিয়ালী বাঁকে—সুরমা-কুশিয়ারা বালিয়াড়ি চরে
হঠাৎ কখনও থম্‌কে দাঁড়িয়ে মাধবচরণ হাসতো—
চৈত্র-সন্ধ্যায় আকাশ দেখিয়ে আপন মনেই বলতো :
না, না, এত বাড়াবাড়ি মোটেই আমার ভাল লাগে না ;
বাঁশের ঝাড়টা এত বেড়ে গেলে ঝড়েই ভাঙবে ঠিক—
তার আগে তবু কেটে নিতে দেখো মিলছে না অনুমতি।

এদিকে আবার ওজাগরী পালার ঘর সব নড়বড়
বর্ষার আগে নতুন খুঁটিতে বনিয়াদ চাই দৃঢ়—
তবু মধুকাকা পায়নি আজ্ঞা কুড়ুল চালাতে ঝাড়ে
ইচ্ছেমত কিছুই যে এই রাশভারি চালে চলে না মোটে :
তবু বেহুলা ভাসিয়ে ভেলা মনসাদেবীকে যদি করে বশ
চাঁদ-সদাগর ছেলে পায় ফিরে, তক্ষক-বিষে কি আসে যায়।

মধুকাকা এসব কিছুই করেনি, আমার মুখেও ফোটেনি কথা
আকাশে তখন বোমারু বিমান, নাজী-জাপানীর ভীষণ হুংকার।
নদীতে যে তাই ভেলা দেখা দিলে আমরা দিয়েছি পারানির কড়ি ;
এ পারে এসে লম্বা বাঁশ সব ঝড়ের আগে যাবে তো কাটা ?

## মুখোশ

বন্ধু, এখন এই পড়ন্ত রোদে
তোমার মুখ কেবলই পালটে যাচ্ছে—
সমীরণ, নীলকমল, জলধর থেকে
সপ্তাহ, মাস কিংবা বড় জোর বছর ঘুরে
এই যে তুমি বিনয়ভূষণ—
তুমি কি চাও, বলো তো?
কেন তোমার ঐ দুর্নিবার তাড়না
মুখোশ বদলে বদলে নিত্য নতুন হাটে
বণিকের যুপকাষ্ঠ ধুয়ে দিতে চাও নাকি
কৈশোরের কোনো এক অতৃপ্ত রুধিরে?—

বিনয়ভূষণ, এবং তুমিও সমীরণ
এমনি ফাকির জালে ত্রিসন্ধ্যা জড়িয়ে গিয়ে
পাবে কি স্পর্শ কিছু অন্ধকার ঘরে?—
ধরবে কি হাত কেউ বিষন্ন বিকেলে
বিমান পোতাশ্রয় কিংবা সৌখিন বাগানে?

না, আর তোমায় দোষ দেবো না—
এখন আয়নায় দেখি আমার আদলও কেমন
মিলে মিশে এক হয়ে অবলীলায়, বন্ধু,
হয়ে গেছে রাজপথে বিনয়ভূষণ—

নরম কাদায় এক ভংগুর, কঠিন মুখোশ!

## তোমাদের জন্য

অনেকদিন কোনো চিঠি লিখি না।
তেমন কিছু লিখবার আর নেই
এখন প্রশ্ন শুধু নিজেকেই—
কথারা অন্তর্লগ্ন সব, স্বগত সংলাপে।
তবু, অপরাধ কিছু আছে, সচেতন জানি—
অনেক চিঠির উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি
চটপট তোমাদের অনেকের মত
জবাব কিছুই আর দিতে পারি নি
হেসে, চুপ থেকে কিংবা আক্ষরিকভাবে :
কথারা ক্রমশঃই কেন অন্তর্মুখী অর্থ খুঁজে খুঁজে ?

কি উত্তর লিখতে পারি আমি আর এখন ?
তোমরা যে পূর্বপক্ষ হয়ে গেছো সব-ই—
পূর্বপুরুষ, পরিচিত, বন্ধু এবং পরিষদ-মণ্ডলী :
জমানো চিঠির ভীড়ে সমস্ত উত্তরই আজ দেরি
কিছু স্রোত গেছে থেমে অন্তঃস্রোতা ব্রহ্মপুত্র বুকে
অন্য কিছু বহমান অদৃশ্য সরস্বতী-জঠরে।

বাবা, তোমাকে লেখা বহুদিন হয়ে উঠেনি—
জানি তবু পাবো ক্ষমা অপত্য কিছু অধিকারে ;
এমন কি মা-কেও কিছু উত্তরে লিখিনি দ্রুত লয়ে ;
জানি, তুমি দুঃখ পাবে ক্ষোভহীন মর্মের গভীরে ;
তোমাদেরও দিইনি উত্তর—বন্ধু, আত্মীয় তোমরা, অথবা দূরচর-
সত্যিই দুঃখিত আমি, অশিষ্ট পামর
এবং এদিকে তুমি, ভিন্নসূত্র স্বাদে
পাওনি কোনোই সাড়া সংলাপ সাজাতে :

সুতরাং এই আমি নির্বাক অনুভবে
রেখে যাই তোমাদের ঘরে—
তোমরা এসেছো যারা উত্তরসূরীর অধিকারে
জন্মের ক্রমান্বয়ে কিংবা পুত্রকন্যা স্তরে :
আরো আসবে যারা অক্লান্ত অংগনে
সবুজ অনন্ত আশা পত্রহীন বৃক্ষেতে সাজিয়ে—
অব্যক্ত উত্তর আমার অস্ফুট হর্ষের অঙ্কুরে।